ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৩০ ● কলকাতা ● ৩১ বৈশাখ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১৫ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

রাজ্যে শিল্প হতে চলেছে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে রাজ্য সরকার। তার ফলে বিনিয়োগ আসছে। বাড়ছে রাজ্যের আয়। বিদেশ থেকেও লগ্নি এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তা সত্ত্বেও প্রায়শয়ই রাজ্যে শিল্প, কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা। বুধবার পুরুলিয়া, পানাগড়, দুর্গাপুর, হাওড়া-সহ একাধিক

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

যুদ্ধ বিরতি নিয়ে আমেরিকার বক্তব্য - ক্ষোভ প্রকাশ ভারতের

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

ট্রাম্পের দাবি তার চাপেই ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ ভারত।

ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির নেপথ্যে আমেরিকার চাপ? কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতা করবে ডোনাল্ড ট্রাম্প? সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর হতেই উঠছিল একের পর এক প্রশ্ন। মঙ্গলবার সেই সমস্ত প্রশ্নের সপাট জবাব দিল বিদেশমন্ত্রক। জানিয়ে দিল, সংঘর্ষবিরতির সঙ্গে ব্যবসার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে মার্কিন নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতীয় নেতৃত্বের বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এর পাশাপাশি কাশ্মীর নিয়েও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিল সরকার। জানিয়ে দিল, কাশ্মীর দ্বিপাক্ষিক ইস্যু ছিল, আছে এবং থাকবে। মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিদেশমন্ত্রকের সচিব রণধীর জয়সওয়াল।

স্বাভাবিকভাবেই সাংবাদিকরা প্রশ্ন তোলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের চাপের কাছেই কি মাথা নুইয়েছে ভারত? জবাবে

এরপর ৩ পাতায়

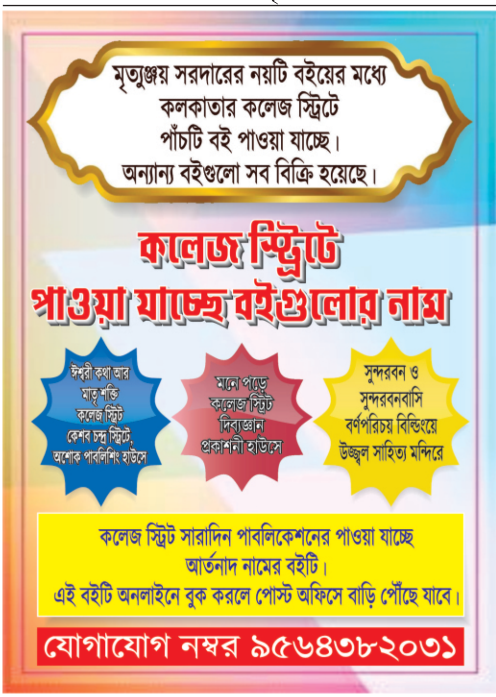

অবশেষে পাকিস্তান থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরলো রিষড়ার সেনা জওয়ান পুনম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা :- অবশেষে পাকিস্তানের হাত থেকে ছাড়া পেল ভারতীয় বিএসএফ জওয়ান পূর্নম কুমার সাউ। এই খবর বাড়িতে আসা মাত্রই খুশির হাওয়া পরিবার-পরিজনদের মধ্যে। অবশেষে ঘরের ছেলে ফিরছে ঘরে, সেই আনন্দে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে মিষ্টি চকলেট বিতরণ। অপারেশন সিন্দুরের পর পুর্নামের স্ত্রী রজনীশাও নিজের সিঁদুরকে অক্ষত রাখতে পেরেছেন সেই কারণে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন গোটা দেশের কাছে।

বুধবার সকাল সাতটার সময় পূর্ণামের স্ত্রীকে বিএসএফের তরফ থেকে ফোন করে জানানো হয় তার স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছে পাকিস্তান। তারপরেই সোজা ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেন তার স্ত্রী। এই খবর বাড়িতে আসা মাত্রই বাড়িতে শুরু হয়েছে উৎসবের মেজাজ। আনন্দে আত্মহারা পরিবারের লোকজন। সকাল থেকে ছেলের পছন্দের রান্না ছেলের পছন্দের কি কি খাবার ছেলে খেতে ভালোবাসে সেই সবকিছু সরঞ্জাম করতে ব্যস্ত পরিবার।

এ বিষয়ে পুর্নামের মা তিনি জানান, তার ছেলের ঘর ব্যাপসি হচ্ছে, এর থেকে আনন্দের বিষয় আর কিছু নয়। এতদিন যাবত গোটা পরিবারের মধ্যে যে উৎকণ্ঠা ছিল তারা আজ অবসান ঘটেছে। ছেলে মিষ্টি দই খেতে ভালোবাসে, ছেলে বাড়ি ফিরলেই তাকে মিষ্টি দই খাওয়াবেন পরিবারের লোকজনরা। এমনটা জানিয়েছেন পূর্ণ নামের মা।

এই বিষয়ে পুর্নামের স্ত্রী রজনী জানান, ঠাকুর তার প্রার্থনা শুনেছে। অক্ষত অবস্থায় নিজের স্বামীকে ফেরত পেতে চলেছেন তারা। এই খবর সকাল বেলায় এসে পৌঁছায় তার কাছে। তারপর থেকেই উৎসব আনন্দ কোটা পরিবারের মধ্যে।

যুদ্ধ আবহে ৪০ জওয়ানকে সম্মান জানিয়ে জায়গা দিলেন যাত্রীরাই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কেউ বিয়ে বাতিল করেছেন। কেউ বাড়ির প্রয়োজনীয় কাজ কাটছাট করেছেন। ছুটি বাতিল করে কর্মস্থলে ছুটছেন সেনারা। মঙ্গলবার গুয়াহাটি যাচ্ছিলেন প্রায় চল্লিশজন সেনা জওয়ান। কানপুর, ফতেপুর থেকে তাঁরা নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসে চড়েন। কিন্তু সংরক্ষিত কামরায় টিকিট না পেয়ে এসি কোচের শৌচালয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই আচরণে খুশি জওয়ানরা। তাঁদের একজন জানান, “১৮ মে বিয়ের দিনক্ষণ ছিল। বিয়ে পরেও করতে পারব। কিন্তু দেশমাতাকে বিপদের মুখে ফেলতে পারবে না।” ট্রেনটি

এরপর ৩ পাতায়

নবদ্বীপের ভাগীরথী তে ফের কুমিরের দেখা মেলায় ছড়ালো আতঙ্ক

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া

তীর্থভূমি নবদ্বীপ শহরের রানী রাসমণি স্মৃতি বিজড়িত নবদ্বীপের অন্যতম রানীর ঘাটে ফের একবার পূর্ণবয়স্ক কুমিরের দেখা মেলায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ালো স্নান করতে আসা মানুষও তীর্থযাত্রীদের মধ্যে। বুধবার সকালে হঠাৎ দেখা মিলল রানীর ঘাট সংলগ্ন পাশে কুমির শুয়ে আছে। স্নান করতে আসা হঠাৎ মানুষদের চোখে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষরা। প্রত্যক্ষদর্শী পদ্মা সাহা নামে এক মহিলা প্রথমে দেখতে পান। দেখামাত্র স্নান করা মানুষদের সতর্ক করে এবং চিৎকার করতে থাকে সকলে উপরে উঠে আসে। চিৎকার শুনে কমিটি আস্তে আস্তে মাঝ গঙ্গায় চলে যায়। তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে নবদ্বীপ থানার পুলিশ এসে পৌঁছায়। থানা থেকে বনদপ্তরে খবর দেওয়া মাত্রই কর্মীরা চলে আসেন। পুলিশ প্রশাসন এবং বনদপ্তর এর কর্মীরা একত্রিতভাবে ভাগীরথী তে কমিটির সন্ধান চালায়। মাস ছয়েক আগে ঠিক প্রাচীন মায়াপুর সংলগ্ন এলাকায় ১২ ফুটের মতো কুমিরের দেখা মেলে ছিল। স্থানীয় ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিহির কান্তি পাল বলেন এই রানীর ঘাট এলাকাটি আমার ওয়ার্ড আমার একটি দায়িত্ব থেকেই থাকে। উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। যাতে স্থানীয় মানুষদের কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য সতর্ক করা হচ্ছে। বহু দর্শনার্থীসহ সাধারণ মানুষ এই রানীর ঘাটে স্নান করতে আসে। প্রত্যেককে সতর্ক শহীত থাকতে বলা হচ্ছে, যাতে কেউ আতঙ্কিত না হন তার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন বনদপ্তর এর কর্মীরা তৎপরতা সহিত নজর রাখছেন যাতে কুমিরটিকে ধরা যায়।

(১ম পাতার পর)

যুদ্ধ বিরতি নিয়ে আমেরিকার বক্তব্য - ক্ষোভ প্রকাশ ভারতের

বিদেশ সচিব বলেন, “৭ মে, অপারেশন সিঁদুরের শুরু থেকে ১০ মে, সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা পর্যন্ত আমেরিকা এবং ভারতের নেতৃত্বের মধ্যে লাগাতার কথা হয়েছে। তৎকালীন উদ্ভূত সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বারবার। কিন্তু কোনও আলোচনায় ব্যবসার কথা উঠে আসেনি।” এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, গত শনিবারও ট্রাম্পের দাবি ছিল তিনিই যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা করেছেন। বলেছিলেন, “গোটা রাত দীর্ঘ আলোচনার পর দুই দেশই এই মুহূর্তে থেকে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে। সঠিক সময়ে বাস্তবজ্ঞান কাজে লাগানোয় দুপক্ষকে শুভেচ্ছা।” তারপর সোমবার তিনি দাবি করেন, “পরমাণু শক্তিধর দুই দেশকে চাপ দিয়ে সংঘর্ষবিরতি করেছি। যুদ্ধ না থামালে বাণিজ্যেও না, হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম। তাতেই কাজ হয়েছে।” ট্রাম্প স্পষ্ট বলেন, “আমিই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামিয়েছি।"

(১ম পাতার পর)

রাজ্যে শিল্প হতে চলেছে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

জায়গায় বিভিন্ন জমি চিহ্নিত করে শিল্পায়নের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবান্নে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “দ্রুত শিল্পায়ন আমাদের লক্ষ্য। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে ১০টি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরুলিয়া, পানাগড়, দুর্গাপুরে একাধিক সংস্থাকে জমি দেওয়া হয়েছে। একই সাথে বলেন চাকরিহারাদের পাশে থাকার কথা আগেই ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। এবার চাকরিহারা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র জন্য নতুন স্কিম ঘোষণা রাজ্য সরকারের। বুধবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে বলেছেন, শ্রম দফতরের অধীন ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভলিহুড সোস্যাল সিকিউরিটি স্কিমের আওতায় ১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে গ্রুপ সি কর্মীরা ২৫,০০০ এবং গ্রুপ ডি ২০,০০০ টাকা পাবেন।

(২ পাতার পর)

যুদ্ধ আবহে ৪০ জওয়ানকে সম্মান জানিয়ে জায়গা দিলেন যাত্রীরাই

আনন্দ বিহার থেকে কামাখ্যা যাচ্ছিল। মাঝপথ থেকে জওয়ানরা ট্রেনে চড়েছিলেন। টিটিই এসে অসংরক্ষিত কামরায় চলে যেতে বলেন। বীরসেনাদের অপমান নিতে পারেননি যাত্রীরা। জায়গা দেন তাঁরাই। খবর পেয়ে ছুটে আসেন রেলকর্তারা।

ওই ট্রেনেরই যাত্রী বিনয় সাক্সেনা দেড় মিনিটের এক ভিডিও করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। সেনা জওয়ানদের কষ্টের যাত্রা তুলে ধরে ট্যাগ করেন রেলমন্ত্রী ও রেল আধিকারিকদের।

তিনি লেখেন, ‘মহাকুম্ভের জন্য হাজার হাজার ট্রেন চলেছে। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে সেনারা কর্মস্থলে যেতে এভাবে ট্রেনে সফর করবেন?” এরপর ট্রেনটি প্রয়াগরাজ স্টেশনে পৌঁছতেই রেল আধিকারিকরা ছুটে আসেন। যাত্রীদের সহযোগিতায় তাঁদের সিট দেওয়া হয়। যাত্রীরাই সিট ছেড়ে দেন। অনেকেই সরে বসে জায়গা করে দেন বীর জওয়ানদের জন্য।

দেশীয় অস্ত্রেই কুপোকাৎ পাকিস্তান! বিবৃতিতে সব জানাল সেনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সীমান্ত পার না করেই পাকিস্তানের মাটিতে একের পর এক জঙ্গিঘাঁটি বিপর্যস্ত করেছে ভারত। ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছে, প্রত্যাঘাতের সময় বিশেষ কৌশল নিয়েছিল ভারত। আঘাত করা হয়েছে একেবারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। সীমান্ত পার না করেই সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। আর এই পুরো অভিযানে বড় ভূমিকা ছিল দেশে তৈরি প্রযুক্তির।

ভারতীয় সেনার তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, ড্রোন হামলাই হোক বা ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার-অপারেশন সিঁদুরে ভারতের আত্মনির্ভরতা প্রকট হয়েছে। এক মাইলস্টোন ছুঁয়েছে ভারত।

গত ৭ ও ৮ মে তুমুল সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ভারত-পাক সীমান্তে। ভারতের জলন্ধর, ভাতিন্ডা, ভুজ, লুধিয়ানা, আদমপুর সহ একাধিক সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত করার চেষ্টা করে

এরপর ৪ পাতায়

দলের নেতারা যাই বলুন, ভারতের প্রত্যাঘাত নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

জঙ্গি হামলার বদলা নিতে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জবাব দিয়েছে ভারত। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিতে। সেনাবাহিনীকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে দেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল। অপারেশনের পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'জয় হিন্দ' লিখে অভিবাদন জানিয়েছিলেন সেনাকে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূলের একাধিক নেতার মুখে ভারতের অবস্থান নিয়ে সমালোচনাও শোনা গিয়েছে। ভারত যে যুদ্ধবিরতির পথে হেঁটেছে, তা ভালভালে দেখছেন না বলে জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। আর এক তৃণমূল নেতা তথা মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেছেন, “পাকিস্তানকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দিল ভারত, এটা ঠিক করেনি।”যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হওয়ার পর ফের একবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, দেশের সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাতে বিশেষ কর্মসূচিও করতে চলেছে তৃণমূল। শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। সেই সঙ্গে মমতা জানিয়েছেন, ভারত যে সামরিক অভিযান চালিয়েছে, তাতে পূর্ণ সমর্থন করেছেন তিনি।

মমতা এদিন বলেন, “আমি প্রথম থেকে সমর্থন করেছি। এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক বিভেদ আমি দেখিনি। অনেকে ভেদাভেদ করেছে। তবে আমি এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও কটাক্ষও করিনি।” মমতা জানিয়েছেন, আগামী শনিবার ও রবিবার তৃণমূল সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত মিছিল করবে।

সম্পাদকীয়

সোফিয়া কুরেশিকে বেনজির কটাক্ষ, মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ হাইকোর্টের

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহিলা মুখ হলেন কর্ণেল সোফিয়া কুরেশি। যিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন উচ্চ পদস্থ মহিলা আধিকারিক। গত ৭ মে গভীর রাতে 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানের ব্রিফিং দিয়েছেন তিনি। যে হামলায় পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত জঙ্গিঘাঁটিগুলি একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।যদিও এই মন্তব্যের জন্যে বিজয় শাহ ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন যে 'স্বপ্নেও আমি কর্নেল সোফিয়া বোনের কথা ভুলভাবে ভাবতে পারি না। সেনাবাহিনীর প্রতি কোন অপমানের কথা আমি ভাবতেও পারি না। বোন সোফিয়া জাতি-ধর্মের উর্দ্ধে উঠে দেশের সেবা করেছেন এবং সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন, আমি তাকে স্যালুট জানাই। আমার পারিবারিক পটভূমিও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত। সন্ত্রাসীদের হাতে যাদের সিঁদুর নষ্ট হয়েছে, তাদের বেদনার কথা মাথায় রেখেই আমি এই বিবৃতি দিয়েছিলাম। যদি উত্তেজনায় আমার মুখ থেকে কিছু ভুল বেরিয়ে আসে, তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।'পরের দিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই অভিযানের সম্পূর্ণ ব্রিফিং দিয়েছেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংহ। এরপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচিত নাম হয়ে উঠেছেন তাঁরা। পাকিস্তানের উপর মোদির এই ধরনের পদক্ষেপকে দেশের বিরোধীরাও সমর্থন করেছেন। কিন্তু যুদ্ধবিরতি হতেই শুরু হয় মোদিকে নিয়ে সমালোচনা। এমনকী বিরোধী দলগুলি সোফিয়া কুরেশিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। এ আবহে কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের একজন মন্ত্রী বিজয় শাহের একটি মন্তব্য ভাইরাল হয়েছে। যা নিয়ে রীতিমতো বিতর্কের ঝড় উঠেছে। বিষয়টি আইন পর্যন্তও গড়িয়েছে।

যা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিচার করার পর আগামী ৪ ঘন্টার মধ্যে বিজয় শাহের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। বিচারপতি অতুল শ্রীধরের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক (DGP) কে অবিলম্বে বিজয় শাহের বিরুদ্ধে FIR নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি আদালত এই বিষয়ে রাজ্যের পক্ষে দায়িত্বশীল আইনজীবী জেনারেল প্রশান্ত সিংহকেও কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। এবং বলেছে, যেকোনও পরিস্থিতিতে বিজয় শাহের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করতে হবে। পাশাপাশি হাইকোর্ট আরও জানিয়ে দিয়েছে যে, পরবর্তী শুনানি সোমবার সকালেই হবে। আদালতের এই নির্দেশের পর রাজ্য পুলিশ তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছে।

ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিজয় শাহ, কর্নেল সোফিয়া কুরেশির নাম না করেই একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পাকিস্তানি সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, 'পহেলগাঁও হামলায় আমাদের বোন ও তাঁদের সিঁদুর যাঁরা কেড়ে নিয়েছিল, আমরা তাঁদের বোনকে পাঠিয়েই তাঁদের শায়েস্তা করেছি। আমাদের হিন্দু ভাইয়ের পোশাক খুলে যাঁরা তাঁদের হত্যা করেছে, আমরা তাঁদের বোনকে পাঠিয়েই প্রতিশোধ নিয়েছি। আমরা তাঁদের পোশাক খুলে দিতে পারিনি, তাই আমরা তাঁদের সম্প্রদায়েরই একটি মেয়েকে পাঠিয়ে তাঁদের নগ্ন করেছি। তোমরা আমাদের হিন্দু বোনকে বিধবা করেছ, আমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন বোনকে পাঠিয়ে প্রতিশোধ তুললাম। মোদি জি প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তোমাদের জাতির মেয়েকেই পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে।' অর্থাৎ বিজয় শাহের মন্তব্যের অর্থ করলে দাঁড়ায়, পাকিস্তানি সন্ত্রাসীদের বোন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি। কারণ তিনিও মুসলিম। অর্থাৎ মুসলিমকে দিয়েই মুসলিমকে মেরেছি। তাই তিনি যে সোফিয়া কুরেশিকেই উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছেন তা জানতে বাকি নেই কারো। তাই এই মন্তব্য ভাইরাল হতেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন বিজয় শাহ।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাতাশতম পর্ব)

বিরাজমানা। কৃত্যতত্তম অষ্টবিংশতিতত্ত্বমে আছে, পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম ও অঙ্কুশধারিণী, পদ্মাসনা, ত্রিলোকের মাতা, গৌরবর্ণা, সুরূপা, নানা অলঙ্কারে সজ্জিতা, বাম হস্তে স্বর্ণপদ্মধারিণী এবং দক্ষিণ করে বরদানকারিণী দেবীকে ধ্যান করি। তন্ত্রসার অনুসারে দেবী চার হস্তে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা ও দুইটি পদ্ম ধারণ করে আছেন। তাঁর পীনোন্নত স্তনে মুক্তার শোভা পাচ্ছে। তন্ত্রসারের অন্যত্র গজলক্ষ্মীর যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এরকম- দেবীর দেহ স্বর্ণবর্ণের। চারটি হস্তি শুড় দ্বারা অমৃতপূর্ণ স্বর্ণ-কলস তুলে অমৃতবর্ষণ করে তাঁর অভিষেক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

দেশীয় অস্ত্রেই কুপোকাৎ পাকিস্তান! বিবৃতিতে সব জানাল সেনা

পাকিস্তান। জবাবে ভারত পাকিস্তানের মাটিতে থাকা এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডারে আঘাত করে। লাহোরের একটি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আঘাত করে ভারত।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই পুরো অপারেশনে ওএএস একে, পেচোরা ও এলএলএডি গান ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া দেশে তৈরি আকাশ মিসাইল সিস্টেমের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই সব সিস্টেম ব্যবহার করেই পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে।

আরও জানানো হয়েছে ভারতের কোনও অস্ত্র বা সিস্টেমের ক্ষতি ছাড়াই পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত করা হয়েছে। ড্রোন থেকে গাইডেড মিউনিশন, এগুলি ব্যবহার করে এতটা নিখুঁত আঘাত করতে পেরেছে ভারত। তুরস্কের ড্রোন থেকে শুরু করে পিএল-১৫ মিসাইল- সবই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দেশীয় অস্ত্রে।

এছাড়া ওই সংঘর্ষে বড় ভূমিকা ছিল ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র। সংস্থার চেয়ারম্যান ভি নারায়নণ জানিয়েছেন, অন্তত ১০ টি স্যাটেলাইট একটানা নজর রাখছে দেশের নিরাপত্তায়। ৭০০০ কিলোমিটার সমুদ্রপাড়ে নজর রাখা হয়।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কামাখ্যা মন্দিরে চারটি কক্ষ আছে, গর্ভগৃহ ও তিনটি মণ্ডপ যেগুলোর স্থানীয় নাম চলন্ত, পঞ্চরত্ন এবং নাটমন্দির। গর্ভগৃহটি পঞ্চরথ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। অন্যগুলির স্থাপত্য তেজপুরের সূর্যমন্দিরের সমতুল্য।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভাসমান ঐতিহ্য ও আতিথেয়তার গন্তব্য হিসেবে বিখ্যাত পাইলট লঞ্চগুলিকে নতুন রূপ দেওয়ার উদ্যোগ এস.এম.পি কলকাতার

কলকাতা, ১৪ মে, ২০২৫

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর, কলকাতা (এস.এম.পি, কলকাতা) এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে, যা হুগলি পার্শ্ববর্তী ঐতিহ্যবাহী পর্যটনকে নতুন রূপ দেবে। এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি ঐতিহাসিক পাইলট লঞ্চ—পি.এল. রূপসা, পি.এল. হুগলি ও পি.এল. গোপাল—নতুন করে সাজিয়ে ভাসমান পর্যটন, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনের কেন্দ্রে পরিণত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

১৯৯০-এর দশকের শেষাশেষি নির্মিত এই লঞ্চগুলি মূলত জাহাজকে নদীপথে গাইড করার জন্য ব্যবহার করা হত। বর্তমানে এই জলযানগুলি পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি আধুনিকতার মিশেল ঘটানোর এক অসাধারণ সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। এস.এম.পি কলকাতা চায়, এই লঞ্চগুলি যেন ভাসমান ক্যাফে, ভাসমান জাদুঘর, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, বিবাহ-মঞ্চ কিংবা ঐতিহ্যবাহী ক্রুজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

পি.এস. ভোপাল নামে একটি প্যাডল স্টিমারকে 'বেঙ্গল প্যাডল' নামে নতুন রূপে চালু করার সাফল্যের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে এই উদ্যোগে উৎসাহিত হয়েছে এস.এম.পি, কলকাতা।

জাহাজগুলির বিবরণ:

পি.এল. রূপসা ও পি.এল. হুগলি—১৯৯৭ সালে তৈরি—ইস্পাতের তৈরি, দৈর্ঘ্য ৩২.৯০ মিটার, প্রস্থ ৬.০০ মিটার ও গভীরতা ৩.৮০ মিটার। প্রতিটির গ্রস রেজিস্টার্ড টনেজ (জি.আর.টি) ১০৫ টন এবং ১,০০০ থেকে ২,০০০ বর্গফুট পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য জায়গা রয়েছে। প্রত্যেকটিতে ৫০ থেকে ১০০ জন অতিথি বসতে পারেন।

পি.এল. গোপাল—১৯৯৪ সালে তৈরি—ফাইবারগ্লাস রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফ.আর.পি) দিয়ে তৈরি, দৈর্ঘ্য ১৯.০০ মিটার এবং এতে ৮০০ থেকে ১,০০০ বর্গফুট জায়গা ব্যবহারযোগ্য। এটিতে ৩০ থেকে ৫০ জন অতিথি আসতে পারবেন।

এই প্রকল্প পর্যটন সংস্থা, নদীকেন্দ্রিক ভ্রমণ সংস্থা, আতিথেয়তা ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, রেস্তোরাঁ বা ক্যাফে চেইন, ঐতিহ্য সংরক্ষণকারী সংস্থাগুলিকে যৌথ উদ্যোগে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে। লক্ষ্য, থিমভিত্তিক রেস্তোরাঁ, ডাইনিং অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এমন এক কেন্দ্র গড়ে তোলা, যা বাংলার ঐতিহ্য ও আধুনিক সংস্কৃতিকে সম্মান জানাবে।

এই কাজকে আরও সহজ করতে এস.এম.পি কলকাতা ডক সিস্টেম (কে.ডি.এস)-এ বিনামূল্যে বার্থিং-এর সুবিধা দিচ্ছে, যাতে মেরামতি ও রেট্রোফিটিং-এর কাজ করা যায়। পাশাপাশি, যাত্রী ও কর্মীদের ওঠানামার জন্য বিনামূল্যে জেটি ও প্রদান করা হবে। এই উদ্যোগ কলকাতার প্রাচীন নদীতীরবর্তী সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আনার একটি বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ, যেখানে পর্যটন, সংস্কৃতি ও বাণিজ্য একসাথে উন্নত হবে।

এস.এম.পি কলকাতা এখন আর শুধু বন্দর নয়- সৃজনশীলতা, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের মিলনস্থল। ঐতিহাসিক জলযানগুলিকে নতুন রূপে সাজিয়ে শহরের নদীঘেঁষা জীবনের সঙ্গে মানুষকে আরও গভীরভাবে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা ও সাংগঠনিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই রূপান্তর নতুন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ তৈরি করবে। এস.এম.পি কলকাতা সমস্ত আগ্রহী সংস্থাকে আহ্বান জানাচ্ছে—এই দৃষ্টি পূরণে অংশগ্রহণ করার এবং হুগলি নদীর তীরবর্তী জীবনের উন্নয়নে ভূমিকা নেওয়ার।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

'সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখবেন না', মোদি সরকারের কাছে কাতর আর্জি শাহবাজের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ: দম শেষ। সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত না করার অনুরোধ জানিয়ে দিল্লিকে চিঠি পাঠাল ইসলামাবাদ। ভারতের জলশক্তি মন্ত্রকের সচিব দেবশ্রী মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো চিঠিতে পাকিস্তানের জলসম্পদ মন্ত্রকের সচিব সৈয়দ আলী মুর্তজা এক চিঠি পাঠিয়ে কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন, দিল্লি যেন সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার মতো কঠিন পদক্ষেপ না নেয়।অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে গত সোমবার (১২ মে) রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ' 'টেরর' ও 'টক' (সন্ত্রাস এবং আলোচনা) একসঙ্গে চলতে পারে না। 'টেরর' ও 'ট্রেড; (সন্ত্রাস ও বাণিজ্য) একসঙ্গে চলতে পারে না। জল এবং রক্ত একই সঙ্গে বইতে পারে না।' পাকিস্তানের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ ও পাক অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোনও বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনা নয় বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন মোদি। গতকাল মঙ্গলবার পঞ্জাবের আদমপুরে বায়ুসেনার ঘাঁটিতে গিয়েও ফের একবার সিন্ধু নদের জল পাকিস্তানকে না দেওয়ার কথা জোর গলায় ঘোষণা করেন। আর তার পরেই সিঁদুরে মেঘ দেখে সরাসরি চিঠি লিখে সিন্ধু চুক্তি স্থগিত না রাখার অনুরোধ জানাল ইসলামাবাদ।কেননা সিন্ধুর জল না পেয়ে পাকিস্তান চরম সঙ্কটে পড়বে। জলের জন্য চাষাবাদ শুধু বন্ধ হবে না, মানুষ প্রয়োজনীয় পানীয় জলও পাবে

না। করুণ পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াবে গোটা পাকিস্তানের। ভারত সরকার যেন মানবিক কারণেই সিন্ধুর জল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। যদিও ইসলামাবাদের পাঠানো চিঠি নিয়ে জলসম্পদ মন্ত্রকের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকার এক রিসর্টে অতর্কিতে হানা দিয়ে নিরীহ পর্যটকদের উপরে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান ২৬ পর্যটক সহ ২৮ জন। পাকিস্তানের মদতপুষ্ঠ জঙ্গি সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' জড়িত। যদিও পরে ওই সংগঠন হামলার দায় অস্বীকার করেছে। ওই হামলার পর গত ২৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রীগোষ্ঠীর (সিসিএস) বিশেষ বৈঠক বসে।বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল সহ শীর্ষ আমলারা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চলে বৈঠক। ওই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখা হবে। পাশাপাশি পাক নাগরিকদের আর কোনও ভিসা দেওয়া হবে না। সেই সঙ্গে যে ভিসা রয়েছে তা বাতিল করা হবে।

সিন্ধুর জল বন্ধ করা হলে রক্ত নদীর ধারা বইয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর ছেলে বিলাওয়াল ভুট্টো। এমনকি পাকিস্তানের অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীরাও একই রকমের হুঙ্কার ছেড়েছিলেন। যদিও তাতে লাভ হয়নি। পহেলগাঁও হামলার পরে গত তিন সপ্তাহে একাধিক নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। আর তাতে গোঁসা হয় পাক সেনার। পাল্টা হামলা চালাতে শুরু করে ভারতে। যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। শেষ পর্যন্ত ৮৭ ঘন্টার লড়াই শেষে দুই দেশই যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়।

মানবাধিকার সংক্রান্ত দুই সপ্তাহের অনলাইন ইন্টার্নশিপ শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) আয়োজিত মানবাধিকার সংক্রান্ত দুই সপ্তাহের স্বল্পকালীন অনলাইন ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮০ জন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পড়ুয়া এতে যোগ দিয়েছেন। ১ হাজার ৭৯৫ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে এঁদের বাছাই করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে দেশে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে।

এনএইচআরসি-র মহাসচিব শ্রী ভরত লাল তাঁর ভাষণে বলেন, ভারতের ৫ হাজার বছরের পুরনো দয়া, সহমর্মিতা এবং ন্যায়বিচারের ধারক-বাহক হলেন তরুণরা। মানবাধিকার রক্ষা এবং তাকে তুলে ধরার উপর গুরুত্ব দেন তিনি। মানবাধিকারের বিবর্তন, আইনি রক্ষাকবচ সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সামগ্রিক মতামত তুলে ধরেন শ্রীলাল। এনএইচআরসি-র যুগ্ম সচিব শ্রী সমীর কুমার এই ইন্টার্নশিপ কর্মসূচির তাৎপর্য তুলে ধরেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, ভারতে মানবাধিকারের প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই কর্মসূচিতে আলোচনা হবে।

সিনেমার খবর

গিল অতীত, অভিনেতা সিদ্ধান্তের সঙ্গে সারার ডেটিংয়ের গুঞ্জন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের মেয়ে সারা টেন্ডুলকার বরাবরই থাকেন আলোচনায়—কখনও তার স্টাইল স্টেটমেন্ট, কখনও বা ক্রিকেটারদের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন ঘিরে।

এক সময় ভারতীয় ক্রিকেটার শুভমন গিলের সঙ্গে সারার সম্পর্ক নিয়ে তুমুল চর্চা হয়েছিল। স্টেডিয়ামে গ্যালারিজুড়ে 'সারা, সারা' ধ্বনি ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। তবে এবার সারার সঙ্গে নতুন নাম জড়িয়েছে—বলিউড অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী।

সম্প্রতি ফিল্মফেয়ার-এর এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সারা ও সিদ্ধান্তকে একাধিকবার একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। বিভিন্ন জায়গায় তাদের একসঙ্গে সময় কাটাতে দেখা গেছে।

ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে, সম্পর্কটি এখনই গভীর না হলেও, দুজনের রসায়ন জমে উঠেছে ভালোভাবেই। একে অপরের সঙ্গে সময় কাটাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন তাঁরা। ফলে প্রেমের গুঞ্জন আরও জোরালো হচ্ছে।

এর আগে সারার সঙ্গে ক্রিকেটার শুভমন গিলের নাম জুড়েছিল। বহুবার তাকে সারার পাশে বসে মাঠে খেলা দেখতে দেখা গেছে। একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় যাওয়ার ছবিও ভাইরাল হয়েছিল।

তবে সম্প্রতি এক পডকাস্টে গিল দাবি করেছেন, তিনি বহু বছর ধরেই সিঙ্গল। তাহলে কি সম্পর্কটা শুধুই গুজব ছিল? নাকি অনেক আগেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে? এ বিষয়ে কিছুই স্পষ্ট করেননি এই ক্রিকেটার।

অন্যদিকে, 'গেহরাইয়া' ছবিতে দীপিকার বিপরীতে অভিনয় করার সময় সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর সঙ্গে নব্যা নভেলি নন্দার সম্পর্ক নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে এ নিয়ে মুখ খোলেননি কেউই।

এদিকে শুধু প্রেম নয়, বলিউডে পা রাখার প্রস্তুতিও নিচ্ছেন সারা টেন্ডুলকার। ঘনিষ্ঠমহলের দাবি, অভিনয়ের জন্য তিনি ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আর সেই অভিষেক যদি সিদ্ধান্তের বিপরীতে হয়, তাহলে সিনেপ্রেমীদের জন্য নতুন এক জুটি দেখার অপেক্ষা।

শাহরুখ বা অমিতাভ নয়, এআই তারকাতেই ভরসা নির্মাতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চলচ্চিত্র নির্মাণে আর মানুষের প্রয়োজন নেই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়েই সব সম্ভব—এমন মন্তব্য করেছেন ভারতীয় নির্মাতা শেখর কাপুর। তিনি বলেন, 'অভিনেতা নয়, এখন এআই তারকাদের নিয়েই সিনেমা বানাব।'

সম্প্রতি ভারতের 'ওয়েভস সামিট ২০২৫'-এ তিনি এই মন্তব্য করেন। বলেন, শাহরুখ খান বা অমিতাভ বচ্চনের মতো তারকাকে নিয়ে নয়, বরং এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজেই তারকা তৈরি করে সিনেমা বানাব।

শেখর কাপুর বলেন, 'অভিনেতারা শুধুই অভিনয় করেন, কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এমন তারকা তৈরি করা যাবে যারা মানুষের মতোই বাস্তব মনে হবে। ছেলে হোক বা মেয়ে—এই তারকার কপিরাইট থাকবে নির্মাতার হাতে।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় এআই নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, অনেক জনপ্রিয় ইন্টারনেট ইনফ্লুয়েন্সার আছেন, যারা আদতে মানুষ নন। তাদের তৈরি করা হয়েছে এআই দিয়ে। এই প্রযুক্তিই ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র দুনিয়ায় জায়গা করে নেবে।

শেখর কাপুর আরও বলেন, 'আমার শাহরুখ খান বা অমিতাভ বচ্চনকে প্রয়োজন নেই। আমি নিজের মতো করে চরিত্র নির্মাণ করব, নিজেই তারকা তৈরি করব। আমি যদি দক্ষ হই, তাহলে আমার তৈরি তারকাকেও দর্শক ভালোবাসবে।'

চলচ্চিত্র জগতে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছেন অনেক পরিচালক ও প্রযোজক। একাধিকবার শোনা গেছে, সিনেমা ফ্লপ করলেও তারকাদের মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দিতে গিয়ে প্রযোজকদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়।

মাদক থেকে মুক্তি পেলেও হৃতিকের বোনের রয়ে গেছে দেহজুড়ে আঘাতের চিহ্ন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশনের বোন সুনায়না রোশন একসময় মাদকাসক্ত ছিলেন, তা রোশন পরিবারের বাইরে অনেকেই জানতেন। পরিবারের সদস্যরা তখন চরম উদ্বেগে দিন কাটাতেন। যদিও কঠিন সেই সময় পার করে জীবনে ফিরেছেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মদ্যপানে আসক্তি, শারীরিক-মানসিক সংকট এবং সেখান থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন সুনায়না। জানিয়েছেন, তিনি ক্যানসার ও টিবির মতো রোগেও আক্রান্ত ছিলেন।

সুনায়না বলেন, 'আমি একসময় মদ্যপান করে নিজেকে আঘাত করতাম। বিছানা কিংবা চেয়ারে পড়ে যেতাম। দেহজুড়ে নীল দাগ থাকত। মদের প্রভাব কমে গেলে ভেতরে ভয় ও অস্থিরতা কাজ করত, তাই আরও বেশি পান করতাম। এমনকি নিজেকেই ঘৃণা করা শুরু করি।'

নেশার কারণে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা নিজেকে বাথরুমে আটকে রাখতেন বলেও জানান। পরে পরিবারের সহায়তায় বিদেশের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি হন। সেখানে গিয়ে কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল জানতে চাইলে সুনায়না বলেন, 'প্রায় ৬-৭ জন মানুষ প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমি সেখানে ২৮ দিন ঘুমাতে পারিনি। তারা আমার মনোজগতের গভীরে ঢুকে সব কিছু বের করে আনতে চাইতেন। ৬-৭ ঘণ্টা একটানা প্রশ্ন করার পর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। তবে এই নেশামুক্তি কেন্দ্রটি আমার জীবনে বড় পরিবর্তন এনেছে।'

আইপিএলে বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে ফিরছেন যারা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। তারপরই শুরু হচ্ছে আইপিএল ২০২৫-এর বাকী অংশ। শীর্ষ চারে জায়গা করে নিতে মরিয়া প্রতিটি দলই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তবে এখনো বেশ কিছু বিদেশি ক্রিকেটারের যোগদান নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি, যা চিন্তায় ফেলেছে প্লে-অফের দৌড়ে থাকা দলগুলোকে।

বিদেশি খেলোয়াড়দের অনেকেরই জাতীয় দলের অগ্রাধিকার, কেউবা রয়েছেন চোটে, আবার কেউ আছেন আন্তর্জাতিক সিরিজ বা নিরাপত্তাজনিত জটিলতায়। দেখে নেওয়া যাক, কোন দলের বিদেশি খেলোয়াড়দের কী অবস্থা:

চেন্নাই সুপার কিংস

ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবিন্দ্রার ফেরা নিয়ে সংশয় থাকলেও বাকি বিদেশিরা ফিরছেন। জেমি ওভারটন ইংল্যান্ড স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে, তবে তিনি আইপিএল শেষ করেই যোগ দেবেন জাতীয় দলে।

পাঞ্জাব কিংস

অস্ট্রেলিয়ান তারকা মার্কাস স্টোইনিস ও জশ ইংলিশের ফেরা নিয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য মেলেনি। ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচ রিকি পন্টিং তাঁদের ফেরাতে চেষ্টা চালাচ্ছেন।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

প্রথমে সংশয় থাকলেও প্যাট কামিন্স ও ট্রাভিস হেড দু'জনেই যোগ দিচ্ছেন। অন্য বিদেশিদেরও পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে।

দিল্লি ক্যাপিটালস

মিচেল স্টার্কের ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ, বিশেষ করে তার স্ত্রী অ্যালিসা হিলির মন্তব্যের পর। একইভাবে ত্রিস্টান স্টাবসকেও পাওয়া যাবে না। দু'জনেই রয়েছেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনাল স্কোয়াডে।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

জ্যাকব বেথেল ও ফিল সল্ট ইংল্যান্ড দলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ডাক পেয়েছেন। লুঙ্গি এনগিডি দক্ষিণ আফ্রিকার দলে থাকতে পারেন। জশ হ্যাজেলউডের ফেরা নিয়ে রয়েছে চোটের শঙ্কা।

গুজরাট টাইটান্স

সবচেয়ে স্বস্তিতে রয়েছে গুজরাট। ইংল্যান্ডের জশ বাটলার ও দক্ষিণ আফ্রিকার জেরাল্ড কোয়েটজে ফিরে এসে দলে যোগ দিচ্ছেন। বাকিরা ইতিমধ্যেই ভারতে অবস্থান করছেন।

কলকাতা নাইট রাইডার্স

আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারিন ফিরছেন দুবাই থেকে। রহমানুল্লাহ গুরবাজ আসছেন কাবুল থেকে, আনরিখ নকিয়া মালদ্বীপ থেকে যোগ দেবেন। তবে মইন আলি ও স্পেনসার জনস নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে।

লখনৌ সুপার জায়ান্টস

অধিকাংশ খেলোয়াড়ের সমস্যা না থাকলেও, এডেন মার্করাম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপের দলে থাকায় তার ফেরা নিয়ে সংশয় রয়েছে। নিকোলাস পুরান ও ডেভিড মিলার খেলতে প্রস্তুত।

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স

চাপে রয়েছে মুম্বাই। রায়ান রিকেলটন, করবিন বস এবং উইল জ্যাকস তিনজনই আন্তর্জাতিক দায়িত্বে। তাঁদের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত।

আইপিএলের শেষ পর্বে প্লে-অফ নিশ্চিত করতে বিদেশি তারকাদের ভূমিকাই হবে অন্যতম নির্ধারক। কেউ আগেই দেশে ফিরে গেছেন, কেউ আবার যোগ দেওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ। আগামী কয়েক দিনেই পরিষ্কার হবে কে থাকছেন আর কে বাদ পড়ছেন।

'চিরঋণী থাকব', লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণায় আর্নল্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ট্রেন্ট অ্যালেক্সান্ডার আর্নল্ড। ২০ বছর পর ক্লাবটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি বলেন, 'এটা জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত। লিভারপুলের কাছে আমি চিরঋণী থাকব।'

অ্যালেক্সান্ডার আর্নল্ড ফ্রি এজেন্টে লিভারপুল ছাড়ছেন। একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেবেন তিনি। জুনের ক্লাব বিশ্বকাপেই লস ব্লাঙ্কোসদের জার্সিতে দেখা যেতে পারে তাকে। প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের এখনো তিন ম্যাচ বাকি থাকায় নতুন চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে পারছে না কোন পক্ষ।

আর্নল্ড লিভারপুলের একাডেমিতে বড় হয়েছেন। ২০১৬ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তার অল রেডসদের জার্সিতে অভিষেক হয়। সব মিলিয়ে লিভারপুলের জার্সিতে ২৫৭ ম্যাচ খেলা ২৬ বছর বয়সীয় আর্নল্ড ক্লাব ছাড়ার ঘোষণায় বলেন, '২০ বছর লিভারপুলে খেলার পর ঘোষণা করতে হচ্ছে যে, এটাই আমার অ্যানফিল্ডে শেষ মৌসুম। জীবনে এখন পর্যন্ত নেওয়া সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত এটাই। এই ক্লাব ২০ বছর ধরে আমার সবকিছু ছিল, আমার পৃথিবী ছিল। একাডেমি থেকে এখন পর্যন্ত যে ভালোবাসা ও সমর্থন এখান থেকে পেয়েছি তা সারাজীবন সঙ্গী হয়ে থাকবে। এই ক্লাবের কাছে আমি চিরঋণী।

আমার ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত পরিচিত বলয় থেকে বেরিয়ে পেশাদার ও ব্যক্তিগত জীবনে নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য। প্রতিটা মুহূর্ত আমি এই ক্লাবের জন্য নিজেকে উজাড় করে খেলেছি। কোচ, সতীর্থ, স্টাফ ও সমর্থনদের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ দিতে চাই। স্বপ্নের মতো ২০টা বছর এখানে পার করতে পারায় আমি অবশ্যই ভাগ্যবান। এই ভালোবাসা আমি কখনই অগ্রাহ্য করবো না। এই ক্লাবের সকলের সঙ্গে এতোটা বছর কাটাতে পারা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। এই ভালোবাসা কখনো মরবে না।'

২৫ মে লিভারপুল লিগের শেষ ম্যাচ খেলবে। ক্লাব বিশ্বকাপের জন্য ১ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত দলবদলের ছোট্ট একটা দরজা খোলা হবে। আর্নল্ড ওই সময়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সারতে পারেন। এরপর চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হতে পারে। লিভারপুলের সঙ্গে আর্নল্ডের জুন পর্যন্ত চুক্তি আছে। সমঝোতা করে এক মাস আগে ওই চুক্তি বাতিল করে রিয়ালে আসতে পারেন তিনি।

২৭ কোটির পান্তের ব্যর্থতায় লক্ষ্মৌ মালিকের চেহারায় হতাশার ছাপ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সেই পাওয়ার নেই। হুক, কাট, পুলই বা কোথায়? ঋষভ পান্তকে নিয়ে গভীর উদ্বেগে ভারতীয় ক্রিকেট মহল। সামনে ইংল্যান্ড সিরিজ। তারপর একাধিক হোম-অ্যাওয়ে সিরিজ ভারতের। তিনি নামা মানে ভারতের ব্যাটিংয়ে স্বস্তি। দেশ হোক আর দেশের বাইরে আগ্রাসী পান্তকে সামলানো কঠিন। সেই তিনিই কিনা প্রবল ব্যাটিং খরার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। পুরো আইপিএল জুড়ে কার্যত রান পাননি। তার ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র একটাই হাফসেঞ্চুরি।

ভাবা হয়েছিল, আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার লক্ষ্মৌ সুপার জায়ান্টসের হয়েই প্রত্যাবর্তন হবে পান্তের। তা তো হয়ইনি। উল্টে পন্থের ফর্ম দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছে টিমের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকেও।

ব্যাটে পান্ত, বলেছিলেন আফগান বোলার আজমাতুল্লা ওমারজাই। পান্ত স্টেপ আউট করলেন, ব্যাটে-বলে হলও। বল ফিল্ডারের হাতে আর ব্যাট চলে গেল স্কোয়ার লেগ আম্পায়ারের দিকে। পান্ত ফিরে গেলেন ডাগআউটে। এমনটাই দেখা গেল পাঞ্জাব বনাম লক্ষ্মৌয়ের শেষ ম্যাচে। ম্যাচেই লক্ষ্মৌয়ের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মুখে হতাশা ফুটে উঠতেও দেখা গেল।

পাঞ্জাবের বিপক্ষে বিশাল রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৮ রানেই ফিরে যান পান্ত। আজমাতুল্লার বলে বড় শট খেলতে গিয়ে হাত থেকে ব্যাট ছিটকে গিয়ে আউট হলেন। তার এই ব্যর্থতার পরেই সঞ্জাব গোয়েঙ্কাকে রীতিমতো বিচলিত দেখাল। হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারলেন না তিনি। এবারের আইপিএলে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার পান্ত। সেই তিনিই কিনা বলতে গেলে সবচেয়ে খারাপ পারফর্ম করা ব্যাটারদের মধ্যে একজন। এখন পর্যন্ত ১১ ম্যাচে মাত্র ১২৮ রান করেছেন তিনি। এর মধ্যে ছয় ম্যাচে এক অঙ্কের স্কোর। স্ট্রাইক রেটও একশোর নিচে। এমন একটা পরিসংখ্যানও দেখা যাচ্ছে যে, এই আসরে অন্তত ৬০ বল খেলেছেন, এমন ৭০ ব্যাটারদের মধ্যে তিনিই একমাত্র যার স্ট্রাইক রেট একশরও নিচে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR